৬/৮/২০০২

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...

সমস্যার আবর্তে জাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

জাবি সংবাদদাতা ॥ সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। স্থান সঙ্কট, অপর্যাপ্ত বই, কর্মচারীদের কাজে ঢিলেমি ও সর্বোপরি অটোমেশন ব্যবস্থা চালু না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা দিন দিন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে লাইব্রেরী ওয়ার্কে। অন্যদিকে লাইব্রেরিয়ান পদ নিয়ে লাইব্রেরীর কর্মকর্তাদের মাঝে অসন্তোষের ফলে প্রশাসনিক কাজে বিরাজ করছে স্থবিরতা। ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৯৮৯ সালের ৩০ নবেম্বর। কিন্তু দীর্ঘ এক যুগ অতিবাহিত হলেও লাইব্রেরীর পূর্ণাঙ্গ কাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। গত ২৯ জুন ২০তম বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস লাইব্রেরীর নির্মাণাধীন অংশের কাজ দ্রুত সম্পাদনের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান, লাইব্রেরীর পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নির্মাণে কর্তৃপক্ষের বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই। বর্তমান বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর হলেও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে নেই প্রযুক্তির ছোঁয়া। ফলে ঢাবি লাইব্রেরীতে বসে একজন ছাত্র যখন সারা বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে, তখন জাবি লাইব্রেরীতে অবস্থান করে একজন ছাত্র সারা বিশ্ব নয় ক্যাম্পাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা নিরসনে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের "অটোমেশন এ্যান্ড নেটওয়ার্কিং অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি। লাইব্রেরীজ ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জাবি কর্তৃপক্ষ ব্যান্সডকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু ব্যান্সডক প্রদত্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেলে এ প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে লাইব্রেরী অটোমেশন প্রক্রিয়ায় আওতাভুক্ত করার জন্য প্রকল্প প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গত বছর একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়। যার কার্যক্রম চলছে ঢিমেতালে। বর্তমানে লাইব্রেরীতে ৯০ হাজার ৩৯২ কপি ও ৪০ হাজার শিরোনামের বই রয়েছে– যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও কর্তৃপক্ষের

এক যুগেও পাঠাগারের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গড়ে ওঠেনি

উদ্যোগের অভাবে লাইব্রেরীর প্রতি ছাত্রছাত্রীরা আকৃষ্ট হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে লাইব্রেরীর এক কর্মকর্তা জানান, বিশেষ বিশেষ দিনে পুস্তক প্রদর্শনী, অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম চালু ও ক্যান্টিন স্থাপন করলে লাইব্রেরীতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার বাড়বে। এদিকে প্রতিবছর নতুন ব্যাচ আসলে লাইব্রেরী পরিচিতিতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এ বছর ৩০তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে শিক্ষকদের কনফাইন কপিসহ প্রয়োজনীয় বই ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কঠোর কোন বিধি না থাকায় তারা ন্যূনতম জরিমানা দিয়ে বছরের পর বছর বই ফেরত দিচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে লাইব্রেরীর জন্য ৭৩ লাখ ১৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দ টাকার অধিকাংশ ব্যয় করা হবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। যেখানে সামান্য অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে বই সংরক্ষণ ও পত্রিকা, জার্নাল, বই ক্রয়ে। সেই সঙ্গে রয়েছে কিছু কিছু কর্মচারীর বিরুদ্ধে বই চুরির অভিযোগ।

গত বছর লাইব্রেরীর কম্পিউটারে সহকারী এক লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে পর্ণোগ্রাফি সংরক্ষণের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও আজও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আইন ১৯৭৩ মোতাবেক লাইব্রেরীর প্রধান পদে লাইব্রেরিয়ান পদ থাকলেও এ পদে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে– অবশ্য তা সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত। এ ব্যাপারে গ্রন্থাগারের এক কর্মকর্তা আক্ষেপ করে বলেন, সরকারের চাকরি বিধান লঙ্ঘন করে এ পদে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে একজন শিক্ষকের নিয়োগ দানের ফলে প্রশাসনিক কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। খরচ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়তি টাকা।